R. N. No. 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৩-৫৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
১৮ই জুলাই, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১৮ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

বর্ষার শুভ-সূচনায় ওদের ছিল পেট ভরানোর স্বপ্ন

এখন বাড়া ভাতে ছাই পড়তে চলেছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মহকুমার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ওদের মুখে হাসি দেখেছিলাম আউস ধান আর পাটের সবুজ সমারোহের মধ্যে। জলযোগের সময় কলিম যবের আটার কয়েকটা মোটা রুটি দুমড়ে নিয়ে চিবুচ্ছিল ; বাঁ হাতে এল্যুমিনিয়মের ময়লা-জমা তোবড়ানো ঘটিতে পানীয় জল। 'জী হাঁ, ইব্যার খোদা পানী দিলে, ধান চাট্ট্যা হবে।'——চাষীভাই মাস দুইয়ের ভেতরেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে কানাউঁচু সান্কীতে ধূমায়িত লালচে মোটা ভাতের মোটা গ্রাস মুখে তুলবার আশা রেখেছিল। কল্পনা ছিল জমির মালিকের পাটফসল থেকে কিছু রাঢ়ী জমি কেনার।

হাসি ছিল রাঢ় বাংলার চাষীর মুখে। তৃষ্ণার্ত্ত মাটি বৃষ্টিধারায় পরিতৃপ্ত হয়ে তৈরী হয়েছিল রসসম্পদে। চলছিল জমিতে 'জাবার' ধরান ; 'বিচন মারার' কাজ আর কত জায়গায় বাঁ হাতে ধরা ধানচারাগুলো থেকে একটি একটি নিয়ে উবু হয়ে রোয়ার কাজ। মেঘমেদুর অপরাহ্ণে বলদ দুটোর গায়ের কাদা ধুয়ে দিচ্ছে রাঢ়ী চাষী ; স্নেহপরিচর্যায় জীব দুটি ক্লান্তি সত্ত্বেও ড্যাব্‌রা চোখ বুঁজছিল। 'গিরস্ত'-র গোলায় তুলে দেবে 'গোকুলশাল-বালাম-রামশাল-ঝিঙ্গাশাল টিয়াকাঠি-বাছাকল্‌মা' ইত্যাদি ; নিজে পাবে আই-আর ৮, 'ঝগড়ু' বা 'নেসরা'। তাতে কী ? হাড়-বেরুনো বুকের নিচের পাতলা চামড়াঢাকা পেটগুলো দিন কয়েক ফুলে উঠবে আহারের পর। মালিক ভাবেন, ধান উঠলে কুড়ি বাইশের সিমেন্ট কেনা গায়ে লাগবে না।

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত। যা দেখে এসেছিলাম আর এখন যা দেখেছি তার ব্যবধান পনের দিনের। মার্ত্তণ্ডদেবের প্রচণ্ড প্রতাপ চলেছে। মেঘের আনা-গোনা শরৎকালকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই আষাঢ়ে। বৃষ্টির সাক্ষাৎ নেই রাঢ়-বাগরির গ্রামগুলোয়। ধানের শীষ কুঁকড়ে মরছে ভেতরে ; গাছের পাতা লাল হয়েছে। জমি শুকনো খট্‌খটে ; পাটগাছের পাতা ঝলসে যাচ্ছে। 'আল্লাহ্! ইব্যারও পানী দিছো না'! জনৈক হতাশ চাষীর উক্তি কানে এল। রাঢ়ের চাষীরা বেকার। কিছু কিছু জমির ফাট্‌ধরা মাটিতে ধানচারা তৃষ্ণার সঙ্গে লড়াই করে পরাস্ত। বাকি সব জমি শ্লেটের মত হয়ে গেছে কাদা শুকিয়ে। বীজতলার চারা বড় হয়ে উঠেছে। জমিতে জমিতে বসাবার বয়েস যাবে পেরিয়ে।

হাল ছেড়ে দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হবেই—সবাই ভাবছেন, বলছেন ; যেমন ভেবেছিলেন গতবারে। ক্যানেলধন্য এলাকার জমিগুলোয় ধান পোঁতা হয়েছে, হচ্ছেও। আর বৃষ্টিনির্ভর জমির চাষীরা—আজ নয়, কাল এইভাবে আশায় আশায় দিন কাটাচ্ছেন। রাঢ়-বাংলায় 'শ্যালো' কিংবা 'ডীপ' টিউবওয়েল ভালমত থাকলে চাষের জন্যে আজ বসে থাকতে হতো না। 'সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণধারা' অথবা '...শ্রাবণ-সন্ন্যাসী রচিছে রাগিণী'—দিনগুলো কবে যে আসবে!

হায় রে সোনার স্বপ্ন! এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া বইছে। মেঘও আসছে আকাশ জুড়ে ; অজানা দেশে যাচ্ছে উড়ে ; নানা আশা যাচ্ছে দূরে।

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের নাভিঃশ্বাস

(বিশেষ প্রতিনিধি)

রঘুনাথগঞ্জ :— বাজারে প্রায় প্রতিটি ভোগ্য পণ্যের মূল্য দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। সরকারের তরফ হতে মূল্যরোধের তেমন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। প্রতিটি পণ্যের মূল্য প্রায় আকাশছোঁয়া। মূল্যবৃদ্ধির প্রতি-যোগিতায় সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ আজ দারুণভাবে পরাভূত ; চরম সংকট এবং অভাবের সম্মুখীন। জীবন-ধারণের জন্য যতটুকু ভোগ্য পণ্যের প্রয়োজন তা আজ তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। কয়লা থেকে শুরু করে কাপড় পর্য্যন্ত প্রতিটি বস্তুর মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ আজ ভীষণভাবে বিপর্য্যস্ত। চালচুলা আর তেল-নুন-লকড়ির সমস্যা আজ ভয়াবহভাবে দেখা দিয়েছে খেটে খাওয়া বা স্বল্প বেতনের মানুষের সামনে। নিত্যকার সামগ্রীর মূল্যের উর্দ্ধগতিতে তারা হতবাক্, অসহায়। ওদিকে মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে সরষের তেলের আর মাছ এবং মাংসের। সে তো সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। মাছ-মাংস এখন নিম্নবিত্ত সমাজের প্রায় স্বপ্নের সামগ্রী। শহরে চাল-গমের যেটুকু রেশন পাওয়া যাচ্ছে তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। আর গ্রামাঞ্চলে রেশনের দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া কালে-কস্মিনের ব্যাপার। খোলা বাজার থেকে চাল গম সংগ্রহ করার মত সাধ্যও তাদের নাই। গ্রামের মানুষের সংসারে নিদারুণ অভাব। তদুপরি আকাশে বৃষ্টি নাই। রাঢ়াঞ্চলের মাঠের চাষাবাদের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে আসার মত।

—

লরী চাপা পড়ে বালিকার মৃত্যু

স্কুল শিক্ষকের প্রচেষ্টায় পলাতক লরীচালক ধৃত

নিমতিতা, ১৩ই জুলাই—গত ৭ই জুলাই শনিবার সকাল ৯টা ২০ মিঃ সময় ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিমতিতা মোড়ে (সাজুর মোড় কথিত) একটি লরী ১০।১১ বছরের একটি মেয়েকে চাপা দিলে মেয়েটি মর্ম্মান্তিকভাবে ঘটনা-স্থলেই মারা যায়। লরী ড্রাইভার লরী নিয়ে উধাও হয়। সেই সময় নিমতিতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী অমরকুমার সরকার স্কুলে যাবার পথে ঐ মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখবামাত্র নিমতিতা মোড়ে শ্রীপ্রভাতকুমার দাসকে সঙ্গে নিয়ে সাইকেলযোগে প্রাণ তুচ্ছ করে লরীটিকে ধরবার জন্য ক্ষিপ্রগতিতে রওনা হন। কিছুদূর গিয়ে সাইকেলটি ফেলে রেখে যথাক্রমে একটি ট্রাক ও একটি জীপে করে লরীর পিছনে ধাওয়া করেন। ২০।২৫ মাইল দূরে বিহারের পাকুড় শহরের একটি গ্যারেজে লরীটি ধরেন। লরী মালিক শ্রীসরকার ও শ্রীদাসকে ৪ হাজার টাকা ঘুষ দিতে চান। তাঁরা ঘুষের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকুড় থানা হতে পুলিশ এনে লরীর কাছে মোতায়েন করেন। ঐ দিনেই সুতী থানায় লরীটির নম্বর ধরে নালিশ করেন।

——

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

পরীক্ষাপাশে শোচনীয় ব্যর্থতা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান ও কলা প্রভৃতি শাখার সামগ্রিক পাশের হার খুবই নৈরাশ্যব্যঞ্জক, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কলিকাতার যে সব কলেজ প্রথম বিভাগে পাশ ছাত্র ছাড়া অন্য ছাত্র ভর্তি করিত না, এবার কলেজীয় শিক্ষাবর্ষ আরম্ভে ছাত্র পাইবার জন্য তাহাদের উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। এমন কি, প্রথম বিভাগে পাশ ছাত্র পাইবার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা লাগিয়া যাইতেও পারে। আবার দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বিভাগে পাশের ছাত্র সম্বন্ধে তাবৎ কলেজ-সমূহের চিরাগত উন্নাসিকতারও পরিবর্তন হইতে পারে।

পরীক্ষায় পাশের হার এমন শোচনীয় কেন? সারা রাজ্যের ছাত্রেরা কি পড়াশুনায় খারাপ হইয়া গিয়াছে? এই সব প্রশ্নে একাধিক কারণ জড়িত রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি নানা দিক ক্রিয়াশীল হইয়া ছাত্রদের পাঠমুখী মনকে পাঠবিরাগী করিয়া তুলিতেছে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ জীবনে দাঁড়াইবার নিশ্চিত আশ্বাস নাই। লেখাপড়া শিখিয়া বছরের পর বছর ধরিয়া বেকারত্বের গ্লানি বহন করিতে হয়। বিগত দুই বৎসর হইতে পরীক্ষা পাশের ব্যাপারে সন্তায় বাজী-মাৎ করিবার এক অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে হাঙ্গামা বাধাইয়া, নকল করিয়া লেখা এবং তাহাতে বাধা দিলে অনর্থের সৃষ্টি করার এক মনোবৃত্তি ছাত্রসমাজে চলিয়া আসিতেছিল। বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নপত্র রচনার ধাঁচায় কিছুটা বৈশিষ্ট্য নকল করিয়া উত্তর দেওয়ার পথে বাধা স্বরূপ হইয়াছে। রাজনীতি—ইহাও একটি 'ম্যালাডি'। রাজনীতি ছাত্রস্তরে, শিক্ষকসমাজে। ফলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যাপারে আঘাত আসিয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়া নিষ্কর্মার জীবন সমাজের আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়, ছাত্রসমাজ মর্মে মর্মে ইহা উপলব্ধি করিতেছেন। বেশবিন্যাসে, আলাপআলোচনায়, গল্প-কথায় মনকে পাঠ্যবিষয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া বহুদূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। সার্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট, জীবনযাত্রা নির্বাহের নিদারুণ সমস্যায় ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন না। অভিভাবক সম্প্রদায়ও নানা কারণে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির পড়াশুনা বিষয়ে নজর দেন না। সব মিলিয়া এমন এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে শিক্ষার প্রবৃত্তি আজ চলিয়া গিয়াছে যাহার ফলশ্রুতি পরীক্ষার শোচনীয় ফল।

এই অবস্থা কাটাইতে না পারিলে ভবিষ্যৎ নাগরিক গঠনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি হইবে। ছাত্রদের মনে আদর্শ-উৎসাহের সঞ্চার করিতে হইবে, পাঠে অনুরাগ জন্মাইতে হইবে। লেখা-পড়ার নিশ্চিন্ত সুযোগ থাকা খুবই দরকার। এই দৈন্য কাটাইয়া উঠিতে চাই পবিত্রতা শিক্ষায়তনে, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কে, সমাজজীবনে।

মওকা লাভের ভাঁওতা

পরিধেয়ে অগ্নিসংযোগ হইলে বাঁচিবার একটি পথ উহার দ্রুত অপসারণ। মান্ধাতার আমল হইতে কাপড়ে যে আগুন লাগিয়াছে, তাহাতেও পরিধানকারীর নির্বিকারত্বে আশ্চর্য হইবার কারণ আছে। আশ্বাসের কথা, আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

রেশন কমাইয়া খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকাইয়া দেওয়া হইল। পরার জন্য নূতন ব্যবস্থা হইতেছে। সংবাদে জানা যায়, শিল্প ব্যয় ও মূল্য সম্পর্কিত ব্যুরো যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে নাকি মধ্যম রকম ও মোটা কাপড় কম দামে মিলিবে। গরীবকে উপকৃত করিবার একটি সাধু প্রচেষ্টা, সন্দেহ নাই। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহাশয়ের মতে মোটা, নিম্ন মধ্যম এবং উচ্চ মধ্যম কাপড়ের দাম এখন ৫০% হইতে ৬০% বাড়িয়া গিয়াছে; উহাদের দাম আগের দাম অপেক্ষা ১০% বাড়াইলে ঐ সব কাপড়ের দাম ৪০% হইতে ৫০% কমিয়া যাইবে।

নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ এইজন্য যে, পূজার মরশুমের জন্য যে ব্যবস্থা লওয়া হইতেছে, তাহাতে ব্যবসায়ীরা সে সময় বেমক্কা দাম হাঁকিতে পারিবেন না; বাজারে গরীবেরা কিছু কেনাকাটা করিতে পারিবেন। তবে এ সব ত থিয়োরীর কথা। কেন না, এত সুখ ত সহে না। খাদ্য অখাদ্য হইয়াও অমিল হইয়াছে। এইবার পরিধেয়ের প্লবগ মূল্য রোধ করা হইতেছে।

তবে ওই সুপারিশের মধ্যে একটি 'যদি' থাকিয়া গিয়াছে। মিল মালিকেরা এই সুপারিশ মানিবেন কিনা সন্দেহ। দুঃশাসন মিল মালিক দরের জোরে যতই বস্ত্রাকর্ষণ করিতে থাকে, এ যুগে যুধিষ্ঠিরদের যোগান দেওয়ার ফলে, আর্তি শ্রুত হয় না। মিল মালিকেরা দাবী করিতে পারেন: সুতার দাম কমান হউক; উৎপাদনের বাধা দূর করা হউক ইত্যাদি। কৈফিয়ৎ প্রস্তুত হইয়া আছে; প্রস্তাবকরাই অপ্রস্তুত হইতে পারেন। মহাপূজায় বাঙ্গালীর নির্বিচার অর্থশোষণের মওকা ছাড়িয়া দিয়া জীবে দয়া করিবার পাত্র শ্বেতাম্বর-দিগম্বরপন্থীরা নহেন। কাপড় কিনিবার অভিজ্ঞতা প্রত্যেকের আছে। কাপড়ের দাম প্রতিবৎসর বাড়িতেছে। এক ধরণের কাপড়ের দাম বাড়িলে সহানুভূতিসূচক দর বৃদ্ধি অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঘটে। আর সে দাম কমে না। তাই ক্রেতা গালি দেন দোকানদারকে; দোকানদার দোষ দেন মিল মালিকদের; মিল মালিক সরকারের ত্রুটি ধরাইয়া থাকেন। সরকার নির্বিকার। প্রজাকুল আকুল হইলে চলিবে কেন?

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ক্র্যাশ স্কীম প্রসঙ্গে

মহাশয়,

গত ৪ঠা জুলাইয়ের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় 'দিলদারের চোখে' শীর্ষক ক্র্যাশ স্কীমের ব্যঙ্গাত্মক রচনাটি পড়ে আরও একবার নির্ভীক সংবাদ পরিবেশনের পরিচয় পেলাম। ঐ রচনার পরি-প্রেক্ষিতে আমি আরও কয়েকটি অপ্রকাশিত তথ্য উপস্থাপিত করছি।

১) সাগরদীঘি ব্লকের উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক গত ৩০/১১/৭২ তারিখের ৪০৭৭(৪১)/এস, বি, নং চিঠিতে প্রায় ৪০ জন বেকারকে (তার মধ্যে একজন বর্দ্ধমান জেলার) ৫/১২/৭২ তারিখে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে হাজির হবার নির্দ্দেশ দেন। ইন্টারভিউ গ্রহণের পর ঐ দিন ৬ জনকে ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্টের পদে নিয়োগ করা হয়। তার মধ্যে একজন বর্দ্ধমান জেলার অধিবাসী বলে স্থানীয় বেকাররা বি, ডি, ও অফিসে প্রতিবাদ জানান এবং ঐ পদে স্থানীয় বেকার অথবা শিবির কর্মচারীকে নেবার অনুরোধ জানালে উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক সরাসরি আদালতের আশ্রয় নিতে বলেন।

২) ইঁটের টেণ্ডারের ক্ষেত্রেও (যার অনেকটাই ঐ রচনায় প্রকাশিত হয়েছে)। দেখুন—পিতা কয়লার ঠিকাদার, পুত্র ওভারসীয়ার। পিতা কালো মানিককে কালো-বাজারে পাঠালেন, পুত্র উৎকৃষ্ট ঠিকাদারের সার্টিফিকেট দিলেন। পিতা-পুত্রের খেল আর কি!

৩) সন্তোষপুর থেকে নাককাটিতলা ভায়া রেলগেট রাস্তায় কর্তৃপক্ষ এত বেশী মাটি ফেললেন যে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক উঁচু হয়ে গেল। জনসাধারণ বাধা দিলেন, কেউ কথা শুনলেন না। ফলে রাস্তার দুই পাশে ড্রেন না থাকায় বর্ষায় অনেকের বাড়ীতে জল ঢুকলো, অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। রাস্তার ক্ষতিসাধন, জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি ক্র্যাশ স্কীম স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থানীয় মূলনীতি।

জনৈক পাঠক,
সাগরদীঘি।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

নিমতিতায় চোর ধৃত

বিগত কয়েক মাস হইতে নিমতিতার স্থানে স্থানে চুরি হইত। বহু চেষ্টা করিয়াও উক্ত চোরের সন্ধান হয় নাই। সম্প্রতি কালু মেহানা নামক এক মুসলমান যুবক মাল সমেত ধরা পড়িয়াছে। তাহার নিকট অনেক চুরির মাল বাহির হইয়াছে। এই যুবক নাকি কিছুদিন পূর্ব্বে নিমতিতা স্কুলে অধ্যয়ন করিত। কি কুবুদ্ধি! স্বভাবের দোষ লেখাপড়া শিখিলেও শীঘ্র দূরীভূত হওয়া অসম্ভব।

ন ব্যাপার শতে নাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ।
কোটি যতন পরবোধিয়ে কাগা হন্স ন হোয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ—২/২/১৩২৪, ইং ১৬/৫/১৯১৭

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(৩৪)

নাট্য আন্দোলনের সমাপ্তি পর্ব্ব বেশ আকর্ষণীয় ও ঔজ্জ্বল্যময়। এই সমাপ্তি পর্বের পূর্বে কতগুলি ঘটনার প্রতি শ্রীঅবনীকুমার রায় মহাশয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আমার পূর্বে এই শহরে কতগুলি নাটক করেছিলেন যেমন "পৃথীরাজ" "সোরাব রুস্তম" "বেজায়রগড়" ইত্যাদি। এই ঘটনা আমার জানা না থাকায় পূর্বে উল্লেখ করতে পারিনি তারজন্য আমি দুঃখিত। ২য় ঘটনা হচ্ছে আমার আন্দোলনের মধ্যে একটি ঐতিহ্যময় নাট্য সংস্থার নাম উল্লেখ না থাকায় তিনি দুঃখিত। এই ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি। নিমতিতার জমিদার বাবুদের একটি নাট্যশালা ছিল। মহেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এই নাট্যশালার প্রাণকেন্দ্র ছিলেন। তিনি নিজেও প্রথম শ্রেণীর নাট্যশিক্ষক ও নাট্যাচার্য্য ছিলেন। প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমার সময় তাঁরা নাট্যকার ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়দের নাটক মঞ্চস্থ করতেন। আশে পাশের সমস্ত গ্রাম থেকে এই নাটক দেখতে সকলে যেতেন। এঁদের নাট্যশালা ছিল বৃহৎ এবং অভিনয় হত কলিকাতার যে কোন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের মত। তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে আমি কখনও অভিনয় দেখিনি তবে আমার পাঠ্য অবস্থায় তাঁরা ফৌজদারী আদালতে "আহেরিয়া" ও "মনিকাঞ্চন" করেছিলেন। সে নাটক আমি দেখেছিলাম, ভারি ভাল লেগেছিল। ক্ষীরোদ বাবু এই জমিদার বাবুর বাটীতে বৎসরের কয়েক মাস থাকতেন এবং তিনি সেখানে নাটক লিখতেন। এমন কি শিশির বাবু এঁদের মঞ্চে একাধিকবার এঁদের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। বর্ত্তমানে সে নাট্যশালা পদ্মাগর্ভে। ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস একটি ছোট আকারের নাট্যমঞ্চ প্রস্তুত করে প্রতি বৎসর নাটকের মাধ্যমে মহেন্দ্র বাবুর স্মৃতিপূজা করে থাকেন।

তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে জঙ্গিপুর সরস্বতী পাঠাগারের প্রযোজনায় "চণ্ডীদাস" নাটক অভিনীত হয়েছিল। "চণ্ডীদাস" ও "হারাধন ধোপার" ভূমিকায় ছিলেন বিখ্যাত গায়ক ভোম্বল বাবু ও উকিল গণেশ বাবু। এই নাটকটি আমি দেখেছিলাম, বহুদিনের কথা বলে স্মরণে আনতে পারিনি।

(৩৫)

এল ১৯৬৮ সাল, একে 'ক্ল্যাসিক্যাল' নাটকের যুগ বলা চলে। ১৯৬৮ সালে মহকুমা-শাসক ছিলেন শ্রীঅসিতরঞ্জন দাসগুপ্ত মহাশয়। নাট্যামোদী লোক অথচ নীরব কর্মী। তাঁর অফিসের কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের নিজস্ব সমিতি ও মঞ্চ নির্মাণ করার পরিকল্পনা করে অসিত বাবুকে জানান, তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। তাঁর উৎসাহ ও সহযোগিতা না পেলে এঁদের কল্পনা কিছুতেই বাস্তবে রূপ পেত না। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন দীনেশ বাবু ও বিমল বাবু। এঁরা "সাজাহান" নাটক করা স্থির করলেন। ১৯৬৮ সালের ১৬ ও ১৭ নভেম্বর "সাজাহান" নাটক রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অভিনীত হয়। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে স্থানীয় শিল্পীদের বাদে ২।১ জনকে কলিকাতা থেকে আনা হয়। প্রধান প্রধান ভূমিকায় ছিলেন, দীনেশ বাবু, বিমল চক্রবর্ত্তী, ইন্দু গোস্বামী, কার্ত্তিক মাল্লিক, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অজিত রক্ষিত। জাহানারার ভূমিকায় মিতা দাসগুপ্ত (কলিকাতা) নাদিরা পম্পা চট্টোপাধ্যায় ও জহরতের ভূমিকায় জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের অভিনয় দেখে সকলেই সুখ্যাতি করেন। পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমার উপর। এর পর এঁরা "কেদার রায়" মঞ্চস্থ করেন। এটিও আমি পরিচালনা করেছিলাম। ১৯৬৯ সালের ১৫ ও ১৬ই মার্চ্চ রবীন্দ্র-ভবনে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। সোনার ভূমিকায় সিপ্রা সাহা (কলিকাতা) অপূর্ব্ব অভিনয় করে। বিশ্বনাথ দাসের (কালু) 'কার্তালো' দর্শকদের মাতিয়ে রাখে, অন্যান্য শিল্পীরা সুন্দর অভিনয় করে সুখ্যাতি লাভ করে। এই ১৯৬৯ সালে সরকারী শাসকবৃন্দের "ধৃতরাষ্ট্র," মহিলা শিল্পীদের "বিসর্জ্জন", ও "নুরজাহান" অভিনীত হয়। নাটকগুলির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী মিসেস নিয়োগী।

ইতিমধ্যে সরকারী কর্মচারীদের নিজস্ব মঞ্চ ফৌজদারী আদালতে সম্পন্ন হয়। ১৯৬৯ সালের শেষে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে "কর্ণার্জ্জুন" ও "কালিন্দী" অভিনয় করেন। ২টি নাটকের পরিচালনার ভার ছিল যুগ্মভাবে আমার ও হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপর। প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। "কর্ণার্জ্জুন" অপেক্ষা "কালিন্দী"র অভিনয় ভাল হয়। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ষ্টার বোর্ডের মহিলা শিল্পী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় "দ্রৌপদী" ও "শারির" ভূমিকা চমৎকার অভিনয় করেন। "জামদগ্নি"র ভূমিকায় হরিপ্রসাদের অভিনয় বেশ ভাল হয়েছিল।

(৩৬)

সরকারী কর্মীরা নাটকের নেশায় মেতে উঠলেন। ১৯৭০ সালে তাঁরা জরাসন্ধের "লৌহ-কপাট" অভিনয় করেন। চমৎকার নাটক, অভিনয় হয়েছিল ততোধিক সুন্দর। এই নাটকে অসিত বাবুর স্ত্রী মিনতি দাসগুপ্তা কুটি বিবির অভিনয় করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। পরিচালকের নির্দ্দেশগুলি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর কন্যা টুকটুক রুমীর ভূমিকা সুন্দর করে। "বদর মুন্সী" "কাশেম ফকীর" ও "কাঞ্চীর" ভূমিকায় দীনেশ সিংহ, বিমল চক্রবর্ত্তী ও গৌরী অধিকারী ভাল অভিনয় করে সকলের সুখ্যাতি অর্জ্জন করে। এরপর অসিত বাবু বদলি হয়ে যান এবং তাঁর স্থানে মহকুমা-শাসক হয়ে এলেন মানিক ব্রহ্মচারী মহাশয়। তাঁর প্রচেষ্টায় "উল্কা" ও মলিনা-গুরুদাস সম্প্রদায়ের "ঠাকুর রামকৃষ্ণ" ও "আলিবাবা" খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। ইতিমধ্যে সরকারী কর্মচারীরা তাঁদের মঞ্চকে ঘূর্ণিয়মান করে তোলেন, উপযুক্ত সেটের অভাবে তার কাজ বর্ত্তমানে স্থগিত আছে। পুনরায় ১৯৭২ সালে তাঁরা "উল্কা" "কেদার রায়" ও "লৌহ-কপাট" করেন।

এরপর তাঁরা তিনদিনব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেন। মলিনা-গুরুদাস সম্প্রদায়ের "সাধক বামাখ্যাপা" ও কর্মচারীবৃন্দের "সাজাহান" ও "বৈকুণ্ঠের উইল" মঞ্চস্থ হয়। সাজাহান নাটকে সাজাহান (শিবচরণ ঘোষ) জাহানারা শিপ্রা সাহা ও পিয়ারা দীপা হালদার (কলিকাতা) সুন্দর অভিনয় করেন। সম্প্রতি তাঁরা একাংক নাট্য প্রতিযোগিতার উৎসব পালন করলেন। বর্ত্তমান মহকুমা-শাসক মিঃ বাজাজ এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী।

(৩৬)

উপসংহারে এই কথা বলে আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। আমার নিজস্ব মত হচ্ছে সৌখীন ইচ্ছাকে চরিতার্থ করা বা অর্থাগমের সাধন করাই অভিনয়ের উদ্দেশ্য নয়। আজ এই গত ইতিহাসের ধ্বংস শ্মশানে যাঁরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন, যাঁরা কঙ্কাল প্রতিমাকে অস্থি-মেদ মাংসে পূর্ণ করে জীবনের আভায় তাকে দীপ্ত করে তুলবেন, অভিনয় কলাকে মন প্রাণ দিয়ে যাঁরা নতুন উদ্যমে নবীন সংগঠনে গঠন করে সেই স্থানে পুণ্যশ্রী ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবেন তাঁরা যে দেশের ও জাতির মঙ্গল-সাধনা করবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বহুকাল যাবৎ অবৈতনিক নাট্যসংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাই নিবেদন করলাম; ভুল-ত্রুটি যদি কিছু থাকে তা আমার নিজের অন্য কেউ তারজন্য দায়ী নয়। (সমাপ্ত)

ছাত্রীর আত্মহত্যা

নবগ্রাম, ১২ই জুলাই—এই থানার মাদুলী গ্রামের শিখা খামারু (১২) নামে একজন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী গতকাল বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। আজ বহরমপুর থানার হাতী-নগর গ্রামের জনৈকা অষ্টাদশী যুবতী একই পদ্ধতিতে আত্মহত্যা করেছে বলে অপর এক সংবাদে জানা গিয়েছে। উপরোক্ত আত্মহত্যা দু'টির কারণ জানা যায়নি।

উলটপুরান

॥ চিন্তামণি বাচস্পতি ॥

সংবাদপত্র পড়িয়া মনে হইতেছে যে, চারিদিকে একটি সাজো-সাজো রব পড়িয়া গিয়াছে, এ পোড়া পশ্চিমবঙ্গে কাজ করিবার উন্মাদনা জাগিয়াছে, দেশের যুব সম্প্রদায় জাগিয়া উঠিয়াছে। কথা কহিয়াই তো এতদিন গেল। বক্তৃতার তোড়ে আমাদের সমস্যাগুলি লজ্জা পাইলে কবে দেশছাড়া হইত। কত ভাল-ভাল বুলি, বকুনি ও ধীরকামান (শ্লোগান) শুনিয়া কান ঝালাপালা। কিন্তু কথার সঙ্গে কাজের কোন সংগতি নাই। বক্তৃতা করিতে, বিবৃতি দিতে ও সেই বিবৃতি অস্বীকার করিতে দম ফুরাইয়া যায়—কাজ করিবার শক্তি থাকে না। আবার কথা দিয়া কাজ করিলে যে দামোদর সেবা হয় না। (দাদাঠাকুর দামোদর পরিকল্পনার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন : দাম+উদর=দামোদর। অর্থাৎ এই পরিকল্পনার সাফল্য দাম ও উদর বৃদ্ধির অব্যাহত গতির উপর নির্ভরশীল।) দাম ও উদরের সেবা করিয়া স্বীয় ভুঁড়ি বর্দ্ধিত করার নাম দামোদর সেবা।

কিন্তু সংবাদে দেখিতেছি স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা বাহির হইয়াছে কাজ করিতে, শ্রমদান করিতে। তাহারা স্বেচ্ছা শ্রমদানের মাধ্যমে নানা জিনিস গড়িয়া তুলিতে, সংস্কার করিতে, নির্ম্মাণ করিতে চাহিতেছে। অবশ্য ইহাতেই যে দেশে একটি উলটপালট ঘটিয়া যাইবে তাহা নহে। তবু রামায়ণের সেতুবন্ধনের কথা মনে পড়ে। কাঠবেড়ালী সেতুবন্ধনে অকপট সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা মহৎ কর্ম।

অথচ মনে প্রশ্ন জাগিতেছে ; জঙ্গিপুর মহকুমায় কি স্কুল কলেজ নাই ? এখানকার ছাত্র সমাজ কি শুধুই 'ঘুমায়ে রয়' ?

স্থানীয় পত্রিকাগুলি ইদানীং জানান দিতেছে যে, নদী ভাঙ্গন-রোধের কাজ চলিতেছে, তবে শ্লথ গতিতে। সরকারী সদিচ্ছার প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করিয়া নদীস্রোত স্তব্ধ হইয়া রহিবে না ও ভাঙ্গন বন্ধ হইবে না। স্পার তৈয়ারীর কাজ দ্রুত সম্পন্ন না হইলে আমাদেরই টাকা জলে পড়িবে।

এখানকার ছাত্র ও যুবসম্প্রদায় কি কেবল হরতাল করিয়াই কর্তব্য সমাধা করিয়া ফেলিয়াছে ? তাহারা কি অন্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই মহকুমার অতি প্রয়োজনীয় স্পার তৈয়ারীর কাজে হাত লাগাইতে পারে না ? তাহারা শ্রমদান করিতে পারে অথবা পারিশ্রমিকও গ্রহণ করিতে পারে। এই লব্ধ পারিশ্রমিক পদ্মা-ভাঙ্গন-বিধ্বস্ত নব-উদ্বাস্তুদের হাতে তুলিয়া দিয়া মানবতা পালন করিতে পারে। লোক দেখানো নহে, নিষ্ঠাযুক্ত শ্রমদান করিতে পারে। মহকুমার সংগঠনগুলির নেতারা কি ভাবিতেছেন ? তাঁহাদের বোধ হয় এই লাইনে চিন্তা ও কাজ করিবার অবসর নাই !

নির্যাতিত কর্মীদের সভা

বহরমপুর, ১৩ই জুলাই—গত ৮ই জুলাই বহরমপুর পৌর ভবনে নির্যাতিত কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন রেজাউল করিম সাহেব। সভায় জেলার বিভিন্ন স্থান হতে নির্যাতিত কর্মীরা উপস্থিত হয়ে তাঁদের নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। ঐ সভায় সর্ব্বশ্রী শশাঙ্কশেখর সান্যাল, ত্রিদিব চৌধুরী, দুর্গাপদ সিংহ, রেজাউল করিম, জ্ঞান সেন, শৈলেন অধিকারী প্রমুখ নয় জনকে নিয়ে "জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামী সংস্থা" গঠন করা হয় এবং এখনও যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামী সরকারী পেনসন পাননি তাঁরা যেন ঐ পেনসন পান তার ব্যবস্থা উক্ত সংগ্রামী সংস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

গত ১৫ই জুলাই বহরমপুর রবীন্দ্র নজরুল কমিটি আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে প্রথম হয় রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র তরুণ কবিরাজ।

বিদায় অনুষ্ঠান

অরঙ্গাবাদ, ১৪ই জুলাই—সুতী ২নং ব্লকের সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শক শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলী উপলক্ষে স্থানীয় কনজুমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্যগণ একটি বিদায় সভার আয়োজন করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক এবং উক্ত সোসাইটির সহ-সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

১৪২/৭২ অন্য

বাদী—দীনবন্ধু মণ্ডল বিবাদী—শ্রীমতী মণ্ডল

অত্র আদালতের এলাকা থানা সুতীর অধীন সিধোরী নিবাসী বাদী দীনবন্ধু মণ্ডল তাহার স্বগ্রামবাসী শ্রীমতী মণ্ডলের বিরুদ্ধে জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতীর অধীন সিধোরী মৌজার ৪৯৪নং খতিয়ান ভুক্ত ১৫৫২নং দাগের ৬ শতক বাড়ী মধ্যে ১½ শতক ভিটি মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি চাল-ছাপ্পর ইত্যাদি সহ বিক্রয় কবালা সম্পাদন জন্য চুক্তি সম্পাদনের মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। তাহাতে বিবাদীর কোন আপত্তি থাকিলে তাহা আগামী ২-৮-৭৩ তারিখে স্বয়ং অথবা জনৈক উকিল বাবু দ্বারা আদালতে জানাইয়া দিবেন। অন্যথায় আপনার অসাক্ষাতে একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

By Order of the Court
Sd/- B. Lala, Sheristadar,
5. 7. 73 Munsif's 1st Court, Jangipur.

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত